দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 15 MAY 2007
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দুর্নীতি ও সাংবাদিক মারধরের অভিযোগে মামলা

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান গ্রেফতার

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের দুর্নীতি নিয়ে রিপোর্ট করায় দুই সাংবাদিককে মারধর করেছে চেয়ারম্যান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। গতকাল (সোমবার) আগারগাঁস্থ বোর্ডের চেয়ারম্যানের কক্ষে এ ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর মোহাম্মদপুর থানায় চেয়ারম্যান মোঃ ইদ্রিস আলীসহ জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। সাংবাদিকদের ওপর হামলা ও দুর্নীতির অভিযোগে বিকেলে যৌথবাহিনী চেয়ারম্যান মোঃ ইদ্রিস আলীকে [illegible] করেছে। জানা যায়, পৃঃ৮-কঃ৫

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের

১২-এর পৃষ্ঠার পর

কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান ড. মোঃ ইদ্রিস আলীর বিরুদ্ধে পাহাড়সম দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সবাই চেয়ারম্যানের দুর্নীতির সাক্ষী। তারা বিভিন্ন সময় সাংবাদিকদের এসব দুর্নীতির ব্যাপারে অবহিত করেছে। সরকারের উচ্চমহলও এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। কিছুদিন আগে এ জন্য চেয়ারম্যানকে শোকজ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। দৈনিক জনকণ্ঠের সাংবাদিক মোশতাক আহমেদ গতকাল চেয়ারম্যানের দুর্নীতি নিয়ে তথ্যবহুল রিপোর্ট প্রকাশ করে। রিপোর্টে চেয়ারম্যানের বক্তব্যও ছাপা হয়েছে। রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর গতকাল মোশতাক আহমেদকে কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যান তার কক্ষে আমন্ত্রণ জানান চেয়ারম্যান।

দুপুরে জনকণ্ঠের মোশতাক আহমদ ও ইংরেজি দৈনিক নিউ এজ'র সাংবাদিক মিজানুর রহমান খান চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করতে যান। এ সময় চেয়ারম্যান প্রকাশিত সংবাদকে ভিত্তিহীন দাবী করেন এবং সাংবাদিকদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করেন। প্রকাশিত রিপোর্টের তথ্যে কোনরূপ অসঙ্গতি থাকলে সাংবাদিকরা তাকে প্রতিবাদ পাঠানোর পরামর্শ দেন। এতে চেয়ারম্যান ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তার ভাড়াটে মাস্তানদের সাংবাদিকদের ওপর লেলিয়ে দেন। ১০/১৫ জন সংঘবদ্ধভাবে দুই সাংবাদিকের ওপর হামলা করে। এতে মোশতাক আহমেদ মারাত্মক আহত হন। পরে বিভিন্ন পত্রিকা ও টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকরা ঘটনাস্থলে যান এবং ঘটনার প্রতিবাদ জানান। সাংবাদিক, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা চেয়ারম্যানকে অবরুদ্ধ করে রাখে। এ সময় কারিগরি বোর্ড এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ঘটনার পর মোহাম্মদপুর থানায় চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। মামলা নং ৫১. পরে বিকেলে সাংবাদিকদের ওপর হামলা এবং দুর্নীতির অভিযোগে চেয়ারম্যান ড. মোঃ ইদ্রিস আলী যৌথবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন।